

অতিথির স্মৃতি

প্রশ্ন ১ পাঁচ বছরের নীলের জন্য তার বাবা শহর থেকে খাঁচাসহ টিয়ে পাখি কিনে আনে। বাবার সাথে নীলও পাখিটার যত্ন নেয়। নীলের সাথে টিয়েটাও বাবাকে বাবা বলে ডাকে। পাখিটা পোষ মেনেছে ভেবে নীল একদিন চুপিচুপি খাঁচার দরজা খুলে দেয়। অমনি পাখিটা উড়ে চলে যায়। পাখিটার জন্য বাড়ির সবার মন খারাপ হয়। পরদিন সকালে পাখিটা ফিরে এসে বাবা, বাবা ডাকতে থাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়। নীলের বাবা ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে।

(টা.বো. ১৮; কু.বো. ১৮/

- ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের কীসের ভাবনা ছিল? ১
খ. অতিথি প্রথম দিন বাড়ির ভেতরে ঢোকান ভরসা পেল না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. নীলের বাবাকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায় কি? উত্তরের সপক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে উল্লিখিত বেনে-বৌ পাখি দুটি ফিরে আসবে কি না— এই নিয়ে লেখকের ভাবনা ছিল।

খ অচেনা নতুন পরিবেশে ভয় ও সংশয়ের কারণে অতিথি প্রথম দিন বাড়ির ভেতরে ঢোকান ভরসা পেল না।

লেখক চিকিৎসকের পরামর্শে কিছুদিনের জন্য দেওঘরে গিয়েছিলেন। সেখানে পথ চলতে গিয়ে একটি কুকুরের সঙ্গে লেখকের পরিচয় ঘটে। পথে লেখক প্রাণীটির সঙ্গে অনেক কথা বলেন, সেও লেজ নেড়ে নেড়ে জবাব দেয়। কিন্তু বাড়ি পৌঁছে গেট খুলে ভেতরে ডাকলে অতিথি দাঁড়িয়ে থাকে, ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না। মূলত অচেনা পরিবেশে ভয় ও সংকোচ থেকেই অতিথি ভেতরে ঢোকান ভরসা পায় না।

গ উদ্দীপকে পাখিটির ফিরে আসা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখির ফিরে আসার বিষয়টিকে নির্দেশ করে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক দেওঘরে এসেছিলেন বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে। এসময় তিনি প্রাচীরঘেরা বাগানের মধ্যে একটা বড়ো বাড়িতে ওঠেন। বাড়িটিতে থাকাকালীন হলদে রঙের একজোড়া বেনে-বৌ পাখির আগমন লেখককে আনন্দ দিত। একদিন হঠাৎ পাখি দুটির অনুপস্থিতি লেখককে উদ্ভিগ্ন করে তোলে।

উদ্দীপকে পোষা টিয়া পাখিটির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। আচমকা একদিন খাঁচার দরজা খুলতেই পাখিটি উড়ে যায়। পাখিটির জন্য সকলের মন খারাপ হয়ে গেলেও পুনরায় পাখিটির ফিরে আসা সবাইকে স্বস্তি দেয়। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকও তেমনি বেনে-বৌ পাখি জোড়াকে না দেখে চিন্তিত হন। আশঙ্কা করেন, পাখি জোড়া হয়তো শিকারির ফাঁদে পড়েছে। কিন্তু তাদের ফিরে আসা লেখককে চিন্তামুক্ত করে। মূলত, পাখির প্রতি ভালোবাসার কারণে তাদের অনুপস্থিতি উদ্দীপকের নীলের পরিবার এবং গল্পের লেখককে চিন্তিত করে তোলে। এ বিবেচনায় উদ্দীপকের পাখিটির ফিরে আসা আলোচ্য গল্পের বেনে-বৌ পাখি দুটির ফিরে আসার প্রসঙ্গকে নির্দেশ করে।

ঘ প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের নীলের বাবাকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মাঝে পশুপাখির প্রতি সহানুভূতিশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। এ গল্পে একটি পথের কুকুরকে তিনি অতিথির মর্যাদা দান করেন। ধীরে ধীরে কুকুরটির প্রতি তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কুকুরটির সঙ্গে লেখকের কয়েক দিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে নিবিড় সম্পর্ক।

উদ্দীপকে প্রাণীর প্রতি নীলের বাবার সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। শহর থেকে একটি টিয়ে পাখি কিনে এনে তিনি তার যত্ন শুরু করেন। একদিন খাঁচার দরজা খুলতেই পাখিটি উড়ে যায়। ইতোমধ্যে পাখিটি নীলের বাবার কাছে সন্তানের মতো হয়ে উঠেছে। তাই পাখিটির অনুপস্থিতি তাকে কষ্ট দেয়। পরদিন পাখিটির ফিরে আসা নীলের বাবাকে সন্তান ফিরে পাওয়ার মতোই আনন্দ দেয়।

পরিবেশ এবং ঘটনা আলাদা হলেও প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে প্রদত্ত উদ্দীপকের নীলের বাবা এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই। কেননা, উভয়ক্ষেত্রেই প্রাণীর সঙ্গে একজন মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে। মানুষ মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনি তা অন্য জীবের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। পোষা পাখিটির প্রতি নীলের বাবার আন্তরিকতা গল্পের লেখকেরই সমান্তরাল। আবার তাদের অনুপস্থিতি দুজনকেই সমানভাবে ব্যথিত করেছে। আর তাই সার্বিক বিবেচনায় উদ্দীপকের নীলের বাবাকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের প্রতিনিধি বলা যায়।

প্রশ্ন ২ পিয়াসের একটা পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সময় পেলে নিজ হাতে দুধ, মাছ খেতে দিত। পিয়াস যখন বাহিরে যেত বিড়ালটি তখন তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত। কিন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে আয়েশা এটা মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করত।

(রা. বো. ১৮)

- ক. দেওঘরে লোকটি একঘেয়ে সুরে কী গান গাইত? ১
- খ. 'ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কতো না যত্ন'— লেখক কেন এ কথাটি বলেছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে আয়েশার আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের পিয়াসের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ"— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক দেওঘরে লোকটি একঘেয়ে সুরে 'ভজন' গাইত।

খ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত মেয়েদের পায়ের সৌন্দর্যহানি আড়াল করার প্রচেষ্টা লক্ষ করে লেখক এ কথাটি বলেছেন।

বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত অল্পবয়সি মেয়েগুলো তাদের ফোলা পা আড়াল করে রাখত যাতে অন্য কেউ তা দেখতে না পায় সেজন্য। কেউ গরমের মধ্যে মোজা পরে, কেউ মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে কাপড় পরে পায়ের বিকৃত অংশ লুকাত। এ ব্যাপারটি লেখকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে বলেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছেন।

গ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে মালি-বৌ কর্তৃক অবলা জীবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের দিকটি উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে দেওঘরে আসেন। সেখানে পথের একটি কুকুরের সাথে সখ্য গড়ে উঠলে তিনি তাকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। চাকরকে বলে দেন কুকুরটিকে খেতে দিতে। কিন্তু লেখকের কথা অমান্য করে মালি-বৌ উদ্ধৃত খাবার নিজের করে নেওয়ার জন্য কুকুরটিকে মেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

উদ্দীপকের আয়েশার আচরণে অবলা জীবের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। পিয়াসের পোষা বিড়ালটিকে সে অবহেলা করত। পিয়াস বাড়িতে না থাকলে বিড়ালটির জন্য বরাদ্দকৃত দুধ সে নিজেই খেয়ে নিত। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই বিড়ালটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে তাড়িয়ে দিত। আলোচ্য গল্পে মালি-বৌয়ের আচরণেও এমনটি প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ভাগের খাবার হাতছাড়া হওয়ার ভয়েই উদ্দীপকের আয়েশা ও গল্পের মালি-বৌ অবলা প্রাণীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করত। এদিক থেকে উদ্দীপকের আয়েশার সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালি-বৌয়ের আচরণের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে অবহেলিত প্রাণীর প্রতি লেখকের গভীর মমত্ব ও সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের পিয়াসের মানসিকতায়ও লক্ষ করা যায়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে দেওঘরে এসেছিলেন। এসময় পথের একটি কুকুরের সাথে তার সখ্য গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দেন এবং নানাভাবে যত্ন-আত্তি করার চেষ্টা করেন। কুকুরটিও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। বাড়ি ফেরার সময় কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার যত্নগায় দগ্ধ হন লেখক।

উদ্দীপকে বর্ণিত পিয়াসের পোষা বিড়ালটি তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাদের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পিয়াস বিড়ালটিকে আদর-যত্ন করত, মাছ-মাংস খেতে দিত। এভাবে বিড়ালটিকে সে পরম মমতায় কাছে টেনে নেয়। পিয়াসের অনুপস্থিতিতে বিড়ালটি তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত।

শুধু মানুষে মানুষে নয়, অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। পরিবেশ ও ঘটনা আলাদা হলেও এসব সম্পর্কের মূলে রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসার টান। অতিথি কুকুরটিকে আশ্রয় দেওয়ার পেছনে গল্পের লেখকের মনে স্নেহশীলতার পাশাপাশি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। অবলা প্রাণীর প্রতি মমতার বশবতী হয়ে গল্পের লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দীপকের পিয়াসও তার পোষা বিড়ালটিকে সবসময় আগলে রাখে। সেদিক বিবেচনায় "উদ্দীপকের পিয়াসের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ"— উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৩ পানগাঁও গ্রামের কৃষক বিপ্লব দাস কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ চাষ করতেন। তিনি পুকুরে রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি মাছের চাষ করতেন। মাছগুলোকে তিনি প্রতিদিন দুই বেলা নিজ হাতে খাবার দিতেন, মাছগুলোও তাঁর হাত থেকে খাবার খেত। ওগুলোর মধ্যে দুটো কাতলা মাছ ছিল বিপ্লব দাসের অত্যন্ত প্রিয় ও আদরের। তিনি যখন স্নান করতেন তখন কাতলা দুটো তাঁর কাছে চলে আসত এবং খেলত। কোনো কোনো দিন তিনি যদি বাড়িতে না থাকতেন এবং খাবার দিতে দেরি হলে, মাছগুলো ঘাটে এসে লাফালাফি করত।

(সি. বো. ১৮)

- ক. বেরিবেরির আসামি কারা?
- খ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের কেন মনে হতে লাগল, হয়তো ওর মতো তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই! ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক ও অতিথির সম্পর্কের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূলবস্তব্য এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন"— উত্তরের সপক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করো। ৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেরিবেরির আসামি হলো পা ফুলো-ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে।

খ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথি অসহায়, অবহেলিত একটি কুকুর হওয়ায় লেখক বলেছেন ওর চেয়ে তুচ্ছ জীব শহরে আর নেই।

চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য লেখক দেওঘরে এসেছিলেন। এখানে একাকী জীবনে তাঁর এক সঙ্গী জুটে যায়। সঙ্গীটি হলো একটি কুকুর। লেখক তাকে 'অতিথি' বলে সম্বোধন করেছেন। অসহায়, অবহেলিত অতিথিকে লেখক আদর করে কাছে ডাকেন, তার সাথে গল্প করেন। কিন্তু লেখক জানেন যে, তিনি চলে গেলে অতিথি আবার অসহায় হয়ে পড়বে। তাই লেখক দেওঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আলোচ্য উক্তিটি করেন।

গ অসহায়, অবহেলিত প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশের দিক দিয়ে উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক ও অতিথির সাদৃশ্য রয়েছে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক দেওঘরে এসে একটি কুকুরের সঙ্গ লাভ করেন। তিনি কুকুরটিকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে পরম মমতায় কাছে টেনে নেন। কুকুরটিও তাঁর ভালোবাসা পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। বাড়ি ফেরার সময় তাই কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হন লেখক।

উদ্দীপকের বিপ্লব দাস মাছ চাষ করতেন বিধায় মাছের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। দুটো কাতলা মাছ ছিল তার অত্যন্ত প্রিয়। বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। একই সম্পর্ক 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও লক্ষণীয়। লেখকের সঙ্গে পথের একটি কুকুরের হৃদয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠার দিকটি আমরা লক্ষ করি। লেখক কুকুরটির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করেন। আর এভাবেই অবলা জীবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের দিকটির পরিচয় পাই। এ দিকটিই উদ্দীপকের বিপ্লব দাস ও মাছ দুটোর সম্পর্কের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক ও অতিথির সম্পর্কের সাদৃশ্য তৈরি করেছে।

ঘ "উদ্দীপকে ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মূল বস্তব্য এক হলেও বিষয়বস্তু বিবেচনায় প্রেক্ষাপট ভিন্ন।"— মন্তব্যটি যথার্থ।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এলে একটি কুকুর তাঁর পিছু নেয়। হাঁটতে হাঁটতে কুকুরটি লেখকের বাড়ি পর্যন্ত চলে আসে। তখন লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে আপ্যায়ন করেন। একটি কুকুরের সঙ্গে অসুস্থ লেখকের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্ক গল্পটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকে বিপ্লব দাস ও তাঁর চাষকৃত কাতলা মাছের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের দিকটি বর্ণিত হয়েছে। অনেক মাছের মধ্যে তাঁর প্রিয় দুটো কাতলা মাছকে তিনি যত্ন-আত্তি করে খাওয়ান। মাছ দুটোও তাঁর ভালোবাসা বুঝতে পারে। এভাবেই মাছের সাথে বিপ্লবের হৃদয়তার সম্পর্ক তৈরি হয়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটি অবলা প্রাণীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধ প্রকাশের পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীরঘেরা বাগানের মধ্যকার বাড়ি, পাখিদের কলকাকলি, বেরিবেরির আক্রান্ত অল্পবয়সি মেয়েদের সমস্যা, দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ, মালি-বউয়ের আচরণ, দেওঘর থেকে বিদায় নেওয়ার চিত্র তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে, উদ্দীপকে কেবল মাছচাষি বিপ্লব দাসের সাথে তার প্রিয় দুটো মাছের সম্পর্কের বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে। তাই প্রশ্নোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৪ আরমানের খুব কবুতর পোষার শখ। এক জোড়া কবুতর দিয়ে তার যাত্রা শুরু। বলা যায় এটা তার নেশায় পরিণত হয়েছে। এখন সে পঞ্চাশ জোড়া কবুতরের মালিক। কোনো সন্ধ্যায় যদি কোনো কবুতর ঘরে না ফেরে তবে সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ে। কষ্ট হয় তার। কবুতরের প্রতি ভীষণ দরদ তার।

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

- ক. বেনে-বৌ পাখি কোন গাছে বসে হাজিরা হেঁকে যেত? ১
- খ. কুকুরটি ভেতরে ঢোকান ভরসা পেল না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কবুতরের প্রতি আরমানের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা উল্লেখ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আরমানের সাথে লেখকের চেতনাগত মিল থাকলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন— 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেনে-বৌ পাখি ইউক্যালিপটাস গাছে বসে হাজিরা হেঁকে যেত।

খ সৃজনশীল প্রশ্ন ১(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ উদ্দীপকে কবুতরের প্রতি আরমানের আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে বর্ণিত প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের সঙ্গে একটি কুকুরের সখ্য গড়ে উঠেছিল। কুকুরটি লেখকের সঙ্গ পেতে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে হাজির হতো। লেখকও কুকুরটিকে আদরভরে কাছে টানত, তার খাওয়ার ব্যবস্থা করত। দেওঘর ছাড়ার সময় হলে লেখকের মন কুকুরটির জন্য বেদনা-ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকের আরমান কবুতর পুষতে ভালোবাসে। একজোড়া কবুতর দিয়ে শুরু করে বর্তমানে পঞ্চাশ জোড়া কবুতর পোষে সে। কোনো সমস্যায় যদি তার কোনো কবুতর না ফেরে তবে সে চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। কবুতরের প্রতি তার এই দরদ প্রাণীর প্রতি থাকা তার মমত্ববোধেরই পরিচায়ক। এমন মমত্ববোধের চিত্র আলোচ্য গল্পেও বিদ্যমান। কুকুরটিকে ঘিরে লেখকের আচরণে উক্ত দিকটিই ফুটে ওঠে, যা উদ্দীপকের আরমানের আচরণেও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধের দিক থেকে উদ্দীপকের আরমানের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের চেতনাগত মিল রচিত হলেও ঘটনার প্রেক্ষাপট এখানে ভিন্ন।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে বর্ণিত হয়েছে একটি প্রাণীর সঙ্গে একজন অসুস্থ মানুষের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কের দিকটি। রাত্তায় হাঁটতে গিয়ে লেখকের একটি কুকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরবর্তীতে কুকুরটি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখকের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল।

উদ্দীপকের আরমানের কবুতর প্রীতি রয়েছে। সে বাড়িতে পঞ্চাশ জোড়া কবুতর পোষে। এই কবুতরের কোনোটা যদি সমস্যায় না ফেরে তবে তার হৃদয় চিন্তায় ভরে ওঠে। প্রাণীর প্রতি তার এই যে মমত্ববোধ আলোচ্য গল্পেও বিদ্যমান। তবে আলোচ্য গল্পের প্রেক্ষাপটটি উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটের চেয়ে ভিন্ন।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কুকুরটির সাথে রাত্তায় দেখা হয় লেখকের। আন্তে আন্তে কুকুরটি লেখকের মমতায় সিস্ত হয়ে ওঠে। তবে কুকুরটি যেমন লেখকের মমতা পেয়েছে, তেমনই মালি-বৌয়ের নির্দয়তার শিকার হয়েছে। ঘটনার এক পর্যায়ে লেখক দেওঘর ত্যাগ করলে কুকুর আর লেখকের মাঝে গড়ে ওঠা মমত্বের সম্পর্কের ইতি ঘটে। উদ্দীপকের ঘটনায় মমত্ববোধের দিকটি ফুটে উঠলেও আলোচ্য গল্পের প্রেক্ষাপট থেকে তা ভিন্ন, তাই প্রমোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৫ হলুদিয়া পাখি সোনার বরণ

পাখিটি ছাড়িল কে

কেউ না জানিল, কেউ না দেখিল

কেমনে পাখি, দিয়াছে ফাঁকি

উইড়া গেল হায়, চোখের পলকে।

/আইডিয়াল স্কুল জ্যাড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা/

ক. লেখক গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসেন কখন? ১

খ. 'নিজের সামর্থ্য নেই বেড়াবার'— লেখক একথা বলেছেন কেন? ২

গ. উদ্দীপকটি কোন দিক দিয়ে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের পাখি হারানোর বেদনা ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত কী? উত্তরের পক্ষে তোমার মতামত দাও। ৪

ক. লেখক বিকেলে গেটের বাইরে পথের ধারে এসে বসেন।

খ. অসুস্থতার কারণে লেখকের নিজের বেড়ানোর সামর্থ্য নেই— বিষয়টি বোঝাতেই লেখক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

লেখক চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘর এসেছিলেন। এখানে এসে লেখকের সকাল-বিকেল পথের ধারে বসেই কাটত। অসুস্থতার কারণে লেখক বাইরে ঘুরতে বের হতে পারতেন না। একথা বোঝাতেই প্রমোক্ত উক্তিটির মধ্য দিয়ে নিজের অসামর্থ্যতার কথা বলেছেন।

গ. উদ্দীপকটি প্রাণীর প্রতি মানুষের গভীর মমত্ববোধ প্রদর্শনের দিক দিয়ে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে অতিথি কুকুরটির সঙ্গে লেখকের এক স্নেহ-মমত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কুকুরটিকে তিনি পরম মমতায় আপন করে নেন। লেখকের বিদায়বেলাতেও কুকুরটি তাঁর সঙ্গে স্টেশনে আসে। লেখকও আবেগের সঙ্গে এ স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং অতিথির প্রতি প্রবল স্নেহ প্রদর্শন করেন।

উদ্দীপকে কবির প্রিয় হলুদিয়া পাখির কথা বলা হয়েছে। সে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে উড়ে চলে গেছে। পাখি হারানোর বেদনায় কাতর কবি গভীর মমতায় পাখির স্মৃতি রোমন্থন করেন। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও লেখক কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার সময় বিরহকাতর হয়ে পড়েন। প্রাণীর প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা প্রদর্শনের দিক দিয়ে উদ্দীপকের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয়।

ঘ. উদ্দীপকের পাখি হারানোর বেদনা ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত বলেই আমি মনে করি। পশু-পাখির প্রতি ভালোবাসা একটি মানবীয় গুণ। সংবেদনশীল মানুষেরা পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকেন। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক তাঁর বাস্তব উদাহরণ।

উদ্দীপকের কবি একটি পাখির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা অনুভব করেন। প্রিয় সেই পাখিটি কবির অজান্তে উড়ে চলে গেলে তিনি ব্যথিত হন। এভাবে মানবেতর প্রাণীর প্রতি উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পেয়েছে।

উদ্দীপকের কবির পাখি হারানোর বেদনা এবং 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের অনুভূতি একই। কেননা, উভয়ক্ষেত্রেই অবলা প্রাণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। একারণেই পথের একটি কুকুরের সাথে লেখকের সখ্য গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, বাড়ি ফেরার সময় কুকুরটিকে ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণায় দগ্ধ হন তিনি। নিরীহ প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ এবং তার বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হওয়ার দিক থেকে লেখক ও উদ্দীপকের কবির অনুভূতি অভিন্ন। সেদিক বিবেচনায় প্রমোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৬ দিগন্তের পোষা বিড়াল মিনি। সকালে উঠেই সে মিনির খোঁজ করে। স্কুল থেকে ফিরে মিনিকে খাওয়ায়, বিকালে মিনিকে নিয়ে খেলা করে বাগানে। সন্ধ্যায় যখন দিগন্ত পড়তে বসে, মিনি তখন তার পায়ের কাছে বসে থাকে।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

- ক. কোন পাখি একটু দেরি করে আসত? ১
খ. মালি-বৌ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিত কেন? ২
গ. উদ্দীপকের দিগন্তের মধ্যে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দিগন্তের অনুভূতি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের সমধর্মী হলেও পুরোপুরি এক নয়— মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত।

খ বেঁচে যাওয়া খাবারের অংশ একা ভোগ করার উদ্দেশ্যেই মালি-বৌ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলো।

লেখক চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যান। সন্ধ্যায় ঘুরতে বেরিয়ে তিনি একটা কুকুরকে ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে পেলেন। বাড়িতে ফিরে চাকরকে বলে রাখলেন যে অতিথি কুকুরটাকে যেন খেতে দেয়। লেখক জানতেন না যে, মালি-বৌ বেঁচে যাওয়া খাবারের অংশীদার। আর তাই নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্যই মালি-বৌ অতিথিকে তাড়িয়ে দিলো।

গ উদ্দীপকের দিগন্তের মধ্যে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রাণীপ্রীতির দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানুষের সাথে মানুষের যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি অন্য প্রাণীর সাথেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আলোচ্য গল্পে লেখক ও অতিথি কুকুরটির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা এর প্রমাণ পাই।

উদ্দীপকের দিগন্ত একটি বিড়াল পোষে। সে আদর করে এর নাম রাখে মিনি। সে সর্বদা মিনির খোঁজ-খবর রাখে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে সে পরম যত্নে মিনিকে খাওয়ায়। বিকালে মিনিকে নিয়ে বাগানে খেলা করে। এমনকি সন্ধ্যায় যখন দিগন্ত পড়তে বসে, মিনি তখনও তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকে। অবলা প্রাণীর প্রতি এমন মমত্ববোধ আমরা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও লক্ষ করি। এ গল্পে দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসা অসুস্থ লেখকের সাথে পথের একটি কুকুরের সন্ধান গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে বাসায় ডেকে এনে অতিথির ন্যায় আপ্যায়ন করেন। তিনি নিয়মিত কুকুরটির খোঁজ খবর নেন। তাকে খেতে দেন। চাকরদেরকেও বলে দেন কুকুরটির প্রতি যত্নশীল হতে এবং নিয়মিত তার খোঁজ-খবর নেন। অবলা প্রাণীর প্রতি এই মমত্ববোধের দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে দিগন্তের মাঝে অবলা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেলেও তা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের অনুভূতিকে পুরোপুরি ধারণ করে না বলেই আমি মনে করি।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি একটি পথের কুকুরের সঙ্গে লেখকের স্নেহ-মমত্বের সম্পর্কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এ গল্পে মানবেতর প্রাণী হিসেবে একটি কুকুরের প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় মেলে।

উদ্দীপকের দিগন্ত তার পোষা বিড়াল মিনির প্রতি খুবই যত্নবান। সকালে ঘুম থেকে উঠেই সে মিনির খোঁজ নেয়। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে মিনিকে খাওয়ায়। প্রিয় মিনির সাথে সে বিকালে খেলা করে। সন্ধ্যায় পড়তে বসলে মিনি তার পায়ের কাছে বসে থাকে। মানবেতর প্রাণীর প্রতি দিগন্তের এই ভালোবাসা সত্যিই প্রশংসনীয়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে আমরা দেখি যে, একটি মানবেতর প্রাণীর সাথে লেখকের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। পথের একটি কুকুরের সাথে লেখক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি কুকুরটির জন্য অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করেন। উদ্দীপকের দিগন্তের মাঝেও এ ধরনের অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তবে লেখকের অনুভূতি আরো বেশি ব্যঞ্জনাময়। দিগন্ত তার পোষা প্রাণীর প্রতি মমত্ব দেখালেও লেখক পথের একটি মানবেতর প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন। এমনকি দেওঘর থেকে বিদায়ের দিন প্রিয় প্রাণীটির বিচ্ছেদব্যথা তাকে কাতর করে তোলে। উদ্দীপকের দিগন্তের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি। সুতরাং আমরা বলতে পারি, প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৭ পাঁচ বছরের নীলের জন্য তার বাবা শহর থেকে খাঁচাসহ টিয়ে পাখি কিনে আনে। বাবার সাথে নীলও পাখিটার যত্ন নেয়। নীলের সাথে টিয়েটাও নীলের বাবাকে বাবা বলে ডাকে। পাখিটা পোষ মেনেছে ভেবে নীল একদিন চুপি চুপি খাঁচার দরজা খুলে দেয়। অমনি পাখিটা উড়ে চলে যায়। পাখিটার জন্য বাড়ির সবার মন-খারাপ হয়। পরের দিন পাখিটা ফিরে এসে বাবা ডাকতে থাকলে সবাই অবাক হয়ে যায়। নীলের বাবা ভাবে তার হারিয়ে যাওয়া ছেলে ফিরে এসেছে।

রাণী বিলাসমণি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, গাজীপুর

- ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের কীসের ভাবনা ছিল? ১
খ. লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. "উদ্দীপকের নীলের আচরণের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' মালির বউয়ের বাহ্যিক আচরণের মিল থাকলেও ভাবগত দিকের মিল নেই।"— বিষয়টি বিশ্লেষণ করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সম্পূর্ণ ধারক নয়"— উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে হলদে রঙের বেনে-বৌ পাখি দুটির ফিরে আসা নিয়ে লেখকের ভাবনা ছিল।

লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ু পরিবর্তনের জন্য।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখক রোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসা করেও কোনোরকম সুস্থতা বোধ করছিলেন না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি দেওঘরে গিয়েছিলেন বায়ু পরিবর্তনের জন্য। কেননা আবহাওয়া শরীর ও মনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই মানসিক প্রশান্তি ও রোগমুক্তির জন্য লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন।

“উদ্দীপকের নীলের আচরণের সাথে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের মালির বৌয়ের বাহ্যিক আচরণের মিল থাকলেও ভাবগত দিকের মিল নেই”— বিষয়টি সত্য।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের মালি-বৌ লেখকের বাড়ির অতিরিক্ত খাবারের একমাত্র ভাগীদার ছিল। কিন্তু গল্পের লেখক একদিন হাঁটতে গেলে রাস্তার এক কুকুর তাঁর সঙ্গী হয়। লেখক সেই কুকুরটিকে অতিথি করে বাড়ি নিয়ে আসেন। বাড়ির লোকদের বলেন তাকে প্রতিদিনের অতিরিক্ত খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতে। এ কারণে মালি-বউ কুকুরটিকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

উদ্দীপকের নীলকে তার বাবা শহর থেকে একটা টিয়া পাখি এনে দেন। পাখিটির সাথে নীলের একটা সখ্য গড়ে ওঠে। পোষ মেনেছে ভেবে সে পাখিটাকে একদিন খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলে পাখিটি উড়ে চলে যায়। পাখিটিকে ছেড়ে দেওয়ার সাথে আলোচ্য গল্পের মালি-বৌয়ের অতিথি কুকুরটিকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মিল পাওয়া যায়। নীল পাখিটিকে ছেড়ে দেয় সে ফিরে আসবে ভেবে কিন্তু মালি-বৌ কুকুরটিকে তাড়িয়ে দেয় যেন তার ভাগের খাবার কমে না যায়। তাই বলা যায়, দুইজনের আচরণে বাহ্যিক দিকটির মিল থাকলেও ভাবগত মিল পরিলক্ষিত হয় না।

“উদ্দীপকটি ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের সম্পূর্ণ ধারক নয়।”— মন্তব্যটি সঠিক।

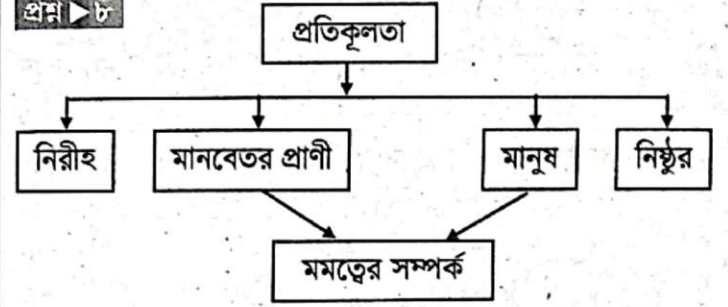
‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখক বায়ু পরিবর্তন করতে দেওঘরে যান। সেখানে একদিন তিনি হাঁটতে বের হলে পথের এক কুকুর তাঁর সঙ্গী হয়। তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদা দিলেও মালি-বৌ তাকে বাড়ি থেকে বারবার বের করে দেয়। কিন্তু কুকুরটি লেখকের ভালোবাসা উপেক্ষা করতে পারে না। লেখক চলে যাওয়ার দিনও সে তাঁর পেছনে পেছনে স্টেশন পর্যন্ত আসে।

উদ্দীপকের নীলের বাবা তার জন্য একটা টিয়ে পাখি নিয়ে আসে। নীল পাখিটার যত্ন নেয়। পোষ মেনেছে ভেবে নীল পাখিটাকে ছেড়ে দিলে বাড়ির সবার মন খারাপ হয়। কিন্তু পাখিটি পরদিন আবার চলে আসে। এতে বাড়ির সবাই অবাক হয়ে যায়।

আলোচ্য গল্পের কুকুর ও উদ্দীপকের টিয়া পাখি দুটোই ভালোবাসার কাছে পোষ মেনেছে। লেখক কুকুরটিকে অতিথির মর্যাদায় বরণ করে রাস্তা থেকে বাড়িতে নিয়ে আসেন কিন্তু লেখকের অতিথির

প্রতি মালি-বৌ বিদ্রোহ পোষণ করে। তাছাড়া আলোচ্য গল্পের লেখক শখের বশবতী হয়ে নয়, বরং মানবেতর প্রাণী হিসেবে কুকুরটির প্রতি সহানুভূতি থেকেই একে সাথে নিয়ে আসেন। এসকল দিক উদ্দীপকে উঠে আসেনি। সেদিক বিবেচনায় প্রশ্নোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৮



[আজুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোণা]

- ক. ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পটি শরৎচন্দ্রের কোন গল্পের পরিবর্তিত নাম? ১
- খ. ‘আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে সে আরামে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে’— বুলিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মানুষের বৈশিষ্ট্য ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. ‘সবকিছুকে ছাপিয়ে মানুষ ও প্রাণীর মমত্ববোধের সম্পর্ক উদ্দীপক ও ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে?’ মন্তব্যটির সত্যতা যাচাই করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পটি শরৎচন্দ্রের ‘দেওঘরের স্মৃতি’ গল্পের পরিবর্তিত নাম।

খ. প্রশ্নোত্ত উক্তিটি দ্বারা খাবারের আশায় দ্বিতীয় দিন বিনা নিমন্ত্রণে অতিথিরূপী কুকুরটির আগমনকে ইজিত করা হয়েছে।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে কয়েকদিনের পরিচয়েই পথের একটি কুকুরের সঙ্গে লেখকের হৃদয়তা গড়ে ওঠে। লেখকের আমন্ত্রণে প্রথম পরিচয়ের পরের দিনই কুকুরটি সেখানে আতিথ্য স্বীকার করে। এর পরের দিনও কুকুরটি একই সময়ে খাবারের আশায় লেখকের আবাসস্থলে এসে হাজির হয়। সাধারণ বিচারে বিনা নিমন্ত্রণে আতিথ্য গ্রহণ আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘনেরই শামিল। আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপক ও ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে মানবেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে একটি পথের কুকুরের সঙ্গে মমত্বের সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুকুরটির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই গল্পকথক একে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়ি নিয়ে আসেন। কিন্তু অবশিষ্ট খাবারের ভাগীদার হওয়ায় কুকুরটির প্রতি মালিনী বিদ্রোহ পোষণ করে।

প্রশ্ন ১০ ফাহাদের একটি পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সময় পেলে নিজ হাতে দুধ, মাছ খেতে দিত। ফাহাদ যখন বাইরে যেত বিড়ালটি তখন তার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকত। কিন্তু বাড়ির কাজের মেয়ে জমিলা এটা মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের দুধটুকু নিজেই খেয়ে নিত এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করত।

[ফরিদপুর জিলা স্কুল]

- ক. বেরিবেরির আসামি কারা? ১
খ. 'ফোলা পায়ের লজ্জা ঢাকতে বেচারাদের কত না যত্ন?' লেখক কেন একথাটি বলেছেন? ২
গ. উদ্দীপকের জমিলার আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ফাহাদের মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ।— মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেরিবেরির আসামি হলো পা ফুলো ফুলো অল্পবয়সি একদল মেয়ে।

খ সৃজনশীল প্রশ্ন ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্ন ২(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্ন ২(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১১ নাজমার একটা পোষা বিড়াল ছিল। সে তাকে খুবই যত্ন করত। সে নিজ হাতে দুধ, মাছ ইত্যাদি খেতে দিত। নাজমার কাছে বিড়ালটি প্রিয়তম ছিল। কাজের মেয়ে ময়না এটি মোটেই সহ্য করতে পারত না। সে সুযোগ পেলেই বিড়ালের জন্য রাখা দুধটুকু খেয়ে নিত এবং বিড়ালটিকে পিটিয়ে ভাগিয়ে দিত।

[দিনাজপুর জিলা স্কুল]

- ক. কোন পাখি একটু দেরি করে আসত? ১
খ. মালি-বৌ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিত কেন? ২
গ. উদ্দীপকে ময়নার আচরণে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের প্রতিফলিত দিকটি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের নাজমার মানসিকতা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতারই প্রতিরূপ" মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বেনে-বৌ পাখি একটু দেরি করে আসত।

খ সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ সৃজনশীল প্রশ্ন ২(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ সৃজনশীল প্রশ্ন ২(ঘ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১২ রতন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার পাশে একটি গর্তে একটি বিড়াল ছানাকে আটকে থাকতে দেখে রিকশাওয়ালার সাহায্যে সে বিড়ালটিকে উদ্ধার করে পরিষ্কার করে বাড়ি নিয়ে আসে। খুব অল্প সময়ে বিড়ালটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে।

[রংপুর জিলা স্কুল]

- ক. সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ছিল কাদের? ১
খ. মালি-বৌ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না কেন? ২
গ. রতনের মধ্যে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে কোন বিশেষ দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জীবনের প্রতি ভালোবাসা মানব মনের এক পরম অনুভূতি"— উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক সন্ধ্যার পূর্বেই ঘরে প্রবেশ করা প্রয়োজন ছিল বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ লোকদের।

খ বেঁচে যাওয়া খাবারে ভাগীদার হওয়ায় মালি-বৌ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না।

লেখক সন্ধ্যায় ঘুরতে বের হলে একটি কুকুর তার সঙ্গী হয়। তিনি কুকুরটাকে বাড়িতে ডেকে এনে চাকরদেরকে বলে দেন কুকুরটাকে খেতে দিতে। বাড়িতে যে খাবার গুলো বেঁচে যেত তা মালি-বৌ নিয়ে যেত। কিন্তু কুকুরটিকে খেতে দেওয়ায় সে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাই মালি-বৌ কুকুরটিকে সহ্য করতে পারত না।

গ উদ্দীপকের রতনের মধ্যে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে বর্ণিত অবলা প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধের দিকটি ফুটে উঠেছে।

মানুষ মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি অন্য প্রাণীর সঙ্গেও মানুষের এমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আলোচ্য গল্পে লেখক ও অতিথি কুকুরটির স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আমরা এর প্রমাণ পাই।

উদ্দীপকে একটি ইতর প্রাণীর প্রতি রতনের মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। রতন অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে গর্তে একটি বিড়াল ছানাকে আটকে থাকতে দেখে। এসময় বিড়াল ছানাটির প্রতি তার সহানুভূতি জন্মায়। সে রিকশাওয়ালার সাহায্যে বিড়ালটিকে উদ্ধার করে। এরপর পরিষ্কার করে বিড়াল ছানাটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। সে বিড়ালছানাটির খুব যত্ন নেয়, তাকে নিয়মিত খাবার দেয়। এভাবে বিড়াল ছানাটির সাথে তার সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এভাবে খুব অল্প সময়েই বিড়াল ছানাটি তাদের পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। একইভাবে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও আমরা অবলা প্রাণীর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার পরিচয় পাই। এ গল্পে একটি কুকুরের সাথে লেখকের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে নিয়মিত খেতে দেন এবং চাকরদেরকেও বলে দেন নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতে। ইতর প্রাণীর প্রতি লেখকের এই ভালোবাসার দিকটিই উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে।

ঘ "জীবনের প্রতি ভালোবাসা মানবমনের এক পরম অনুভূতি।"— উদ্দীপক ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

সংবেদনশীল মানুষেরা মানবের প্রাণীদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকও তেমনি এক ব্যক্তিত্ব। আর তাই অল্প সময়ের মধ্যেই অতিথি কুকুরটিকে তিনি আপন করে নেন।

উদ্দীপকের রতন অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তার পাশে গর্তে একটি বিড়াল ছানাটিকে আটকে থাকতে দেখে। তার সংবেদনশীল মনে বিড়াল ছানাটির জন্য দয়ার উদ্রেক হয়। তাই সে রিকশা থামিয়ে রিকশাওয়ালার সাহায্যে বিড়াল ছানাটিকে উদ্ধার করে। এরপর তাকে পরিষ্কার করে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং বিড়াল ছানাটির যত্ন নেয়। এভাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বিড়াল ছানাটির সাথে তার সদ্ভাব গড়ে ওঠে। একসময় বিড়াল ছানাটি যেন তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে ওঠে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে দেওঘরে বেড়াতে আসা অসুস্থ লেখকের সাথে পথের একটি কুকুরের সখ্য গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে বাড়িতে ডেকে এনে অতিথির ন্যায় আপ্যায়ন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাড়ির চাকরদেরকে বলে দেন তারা যেন কুকুরটির যত্ন নেয়, খাবার দেয় এবং নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখে। ধীরে ধীরে লেখক কুকুরটির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাই তো দেওঘর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় প্রিয় কুকুরটির বিচ্ছেদ ব্যাথায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। একইভাবে উদ্দীপকের রতনও বিড়াল ছানাটিকে ভালোবেসেছে। এর মধ্য দিয়ে আলোচ্য গল্পের কথক এবং উদ্দীপকের রতনের গভীর জীবনবোধের পরিচয় মেলে। সে বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ গফুরের প্রিয় গরু মহেশ। মহেশকে সে সন্তানের মতো ভালোবাসত। সে প্রায় সময়ই মহেশের সাথে কথা বলত। নিজে না খেয়ে মহেশকে খাওয়াত। মহেশ আজ বেঁচে নেই কিন্তু গফুর তাকে ভুলতে পারেনি। *[কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পাবলিক স্কুল, নাটোর]*

- ক. 'শেষ প্রশ্ন' কোন ধরনের রচনা? ১
- খ. মালির বউ অতিথিকে তড়িয়ে দিলো কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে দিকটি বিদ্যমান তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডিত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।— উক্তিটি গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'শেষ প্রশ্ন' শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস।

খ সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে অবলা প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার দিকটি বিদ্যমান।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি একটি পথের কুকুরের সঙ্গে লেখকের স্নেহ-মমত্বের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। এ গল্পে মানবেতর প্রাণী হিসেবে একটি কুকুরের প্রতি লেখকের গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মানবেতর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকের সংবেদনশীল মনের পরিচয় মেলে।

মানুষ কখনো কখনো মানবেতর নানা প্রাণীর সঙ্গে স্নেহ ও প্রীতির সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। নানা বাধার মুখেও সে তার সেই সম্পর্ক

টিকিয়ে রাখতে চায়। মানবমনের এই অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় কুকুরটির প্রতি লেখকের আচরণে। উদ্দীপকের বর্ণনায় প্রিয় গরু মহেশের প্রতি গফুরের আচরণেও মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। কুকুর ও গরু উভয়ের প্রতি মানুষ হিসেবে লেখক ও গফুরের প্রকৃত ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। এ বিবেচনায় উদ্দীপকটিতে আলোচ্য গল্পের প্রাণীপ্রীতির দিকটিই বিদ্যমান।

ঘ "উদ্দীপকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডিত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে" — উক্তিটি যথার্থ।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে এলে একটা কুকুরের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। প্রতিদিন সেই অতিথি কুকুর লেখককে সঙ্গে দিত। লেখকও তার জন্য বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে অবলা এক প্রাণীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের গফুর তার প্রিয় ষাঁড় মহেশের প্রতি দরদ প্রকাশ করেছে। দরিদ্র বর্গাচাষি গফুর 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মতোই তার পোষা প্রাণীটির প্রতি গভীর মমতা অনুভব করে। আর তাই আট বছর ধরে যে গরুটিকে প্রতিপালন করে বড়ো করেছে, তাকে ঠিকমতো খেতে দিতে না পারায় তার চোখে জল আসে।

শুধু মানুষে মানুষে নয়, অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশ ও ঘটনা আলাদা হলেও সেসব সম্পর্কের মূলে রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসার টান। এদিক বিচারে গল্পের লেখক ও উদ্দীপকের গফুরের চেতনাগত মিল স্পষ্ট। তবে তাদের এমন আচরণের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া গল্পটিতে অতিথি কুকুরটির প্রতি মালিবৌয়ের আচরণের মধ্য দিয়ে পশুপাখির প্রতি কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকটিতে অনুপস্থিত। সে বিবেচনায় প্রশ্নোত্তর মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৪ রহিম প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসে তার পোষা ময়নাটিকে। ময়নার প্রতি রহিমের এমন দরদ দেখে স্তব্ধ হয়ে ওঠে তারই প্রতিবেশী রানা। একসময় রানা রাতের আঁধারে ময়নাকে মেরে ফেলে। ময়নার শোকে নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেল রহিম। তার অজান্তেই অশ্রু গড়িয়ে পড়ে দু'চোখ বেয়ে।

[রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. বায়ু পরিবর্তনে এসে লেখক কেমন বাড়িতে ছিলেন? ১
- খ. 'সত্যিকারের একটা ভাবনা ঘুচে গেল'— কীভাবে? ২
- গ. রানার সঙ্গে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের রহিমের মাঝে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখককে খুঁজে পাওয়া যায়।"— উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক বায়ু পরিবর্তনে এসে লেখক প্রাচীরঘেরা বাগানের মধ্যে একটি বড়ো বাড়িতে ছিলেন।

আলোচ্য গল্পের মালি-বৌয়েরও কুকুরটির প্রতি মমত্ববোধ ছিল না, ছিল বিরক্তি ও নিমর্মতা। তাই তো সে কুকুরটিকে মারধর করেছিল, তার জন্য বরাদ্দ খাঁচা নিজের জন্য নিয়ে গিয়ে কুকুরটিকে অভুক্ত রেখেছিল। এভাবেই নয়নের আচরণে আলোচ্য গল্পের মালি-বৌ চরিত্রের নির্দয়তার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতায় প্রাণীর প্রতি মমত্ববোধ ও সহানুভূতির দিকটি বিদ্যমান।

মানুষে-মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে তেমনই অন্য জীবের সঙ্গেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। দেওঘরে গিয়ে একটি কুকুরের সাথে এমনই মমত্ববোধের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের।

উদ্দীপকের ফাহিম নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একটি পায়রা নিয়ে আসে। সে পায়রাটিকে বেশ যত্ন করতে থাকে। সে পায়রাটিকে খাবার দেয়, থাকার জন্য বাসাও তৈরি করে দেয়। ক্ষুদ্র এক প্রাণীর প্রতি ফাহিমের যে মমত্ববোধে কাজ করেছে তা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মানসিকতায়ও বিদ্যমান ছিল।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের সাথে একটি কুকুরের সখ্য গড়ে ওঠে। কুকুরটি লেখকের কাছে এসে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে তার ভালোবাসার জানান দেয়। লেখকও কুকুরটিকে আদর-যত্নে আপন করে নেন। তার জন্য প্রতিদিন ভালো খাবারের ব্যবস্থা করেন। মালি-বৌ আর চাকরেরা কুকুরটির প্রতি নির্দয় হলে সেটাকেও তিনি দমন করেন। দেওঘর ছেড়ে যাওয়ার দিন কুকুরটির জন্য লেখকের হৃদয় বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। উক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি কুকুর তথা প্রাণীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধ ও সহানুভূতির মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পায়রার প্রতি আদর-যত্নের মধ্য দিয়ে এ মানসিকতা ফাহিমের মাঝেও প্রকাশিত হয়েছে। তাই প্রয়োক্ত বক্তব্যটি যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬ নোমান তার দাদির সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে অনেকগুলো কবুতর দেখতে পায়। একটি কবুতর তার খুব পছন্দ হয়। তাই সে বায়না ধরে কবুতরটি আত্মীয়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে নিয়ে আসে। নোমান কবুতরটির নাম দেয় রূপবান। সারাক্ষণ নোমান রূপবানের সাথে কথা বলে, আদর করে, তার খাবারের একটি অংশ রূপবানকে খেতে দেয়। তার মা কবুতর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। একদিন দেখা গেল রূপবানকে খাটাশে মেরে ফেলেছে। রূপবানের মৃত্যু নোমানকে খুব ব্যথিত করে।

[বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর কয় মিনিট দেরি? ১
- খ. মালির বৌ কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের রূপবানের সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের অতিথির কী মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডচিত্র মাত্র।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে ট্রেন স্টেশন ছাড়তে আর এক মিনিট দেরি।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকের রূপবান নামের কবুতর ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের কুকুর উভয়েই মনিবদের স্নেহধন্য; এদিক থেকে তাদের মধ্যে মিল লক্ষ করা যায়।

লেখক দেওঘরে বৈকালিক ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যায় ফেরার সময় একটি কুকুর তাঁর পিছু নেয়। কুকুরটিকে তিনি অতিথির মর্যাদায় বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা সৃষ্টি হয়। লেখকের দেওঘরে অবস্থানের শেষদিন পর্যন্ত কুকুরটি তাঁকে সঙ্গ দেয়।

উদ্দীপকের নোমান দাদির সঙ্গে আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একটি কবুতর সঙ্গে করে নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে কবুতরটির সঙ্গে তার সখ্য সৃষ্টি হয় এবং তাকে সে সঙ্গী করে ফেলে। নিজের খাবারের একটি অংশও সে রূপবান নামের কবুতরকে দেয়। গল্পের কুকুরটির মতোই উদ্দীপকের রূপবান নোমানের স্নেহধন্য। এদিক থেকে তাদের মধ্যে মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডচিত্র মাত্র"— উক্তিটি যথার্থ।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে আমরা মানুষের সঙ্গে অবলা প্রাণীর ভাব বিনিময়ের চমৎকার একটি ঘটনা লক্ষ্য করি। লেখক শারীরিক সুস্থতার আশায় দেওঘরে গেলে সেখানকার একটি কুকুরের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। বিদায়বেলায় অতিথির খণ্ডস্মৃতি লেখককে আবেগাপ্ত করে তোলে।

উদ্দীপকেও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মতো রূপবান নামের কবুতরটির সঙ্গে নোমানের সখ্য সৃষ্টি হয়। রূপবানকে নিয়ে তার সময় আনন্দে কাটলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কারণ খাটাশের আক্রমণে রূপবানের মৃত্যু ঘটে। এতে নোমান ভীষণ মর্মান্বিত হয়।

উদ্দীপক আলোচনা থেকে বলা যায় উদ্দীপকে গল্পের কিছু অংশের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটি মানুষের সঙ্গে একটি পোষা প্রাণীর সম্পর্কের গভীরতা কীভাবে স্থাপিত হয় তা উদ্দীপকে দেখানো হয়নি। তাছাড়া গল্পটিতে অতিথি-কুকুরটির প্রতি মালিবৌয়ের আচরণের মধ্য দিয়ে পশুপাখির প্রতি কিছু মানুষের নিষ্ঠুরতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা উদ্দীপকটিতে অনুপস্থিত। সে বিবেচনায় উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডচিত্র মাত্র।

প্রশ্ন ১৭ আজিজ ৮ম শ্রেণির ছাত্র। তার বাসার বারান্দায় চড়ুই পাখি বাসা বেঁধেছে। একটি চড়ুই ছানা বারান্দার ওপরের বাসা থেকে নিচে পড়ে গেল। আজিজ বাচ্চাটি তুলে একটি বাস্কে রেখে সেবাযত্ন করতে লাগল। সময়মতো সে খাবার দেয়। স্কুল থেকে ফিরে চড়ুই পাখিটি নিয়ে খেলা করে। কয়েকদিন পর বাচ্চাটি উড়তে সক্ষম হয় এবং উড়ে চলে যায়। আজিজ প্রতিদিন বারান্দায় যায় যদি তার চড়ুই পাখির দেখা পায়।

[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

- ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামের নাম কী? ১
খ. মালি-বৌ কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেয় কেন?— ব্যাখ্যা
করো। ২
গ. উদ্দীপকের আজিজ ও লেখকের মিল কতটুকু তা তোমার
নিজের ভাষায় লেখো। ৩
ঘ. গল্পটির নাম 'অতিথির স্মৃতি' সার্থক হয়েছে— বিশ্লেষণ
করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রামের নাম দেবানন্দপুর।

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন ৬(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ প্রকাশের দিক থেকে উদ্দীপকের আজিজ ও লেখকের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে।

মানুষে মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তেমনই মানবের প্রাণীর সাথেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে এমন ঘটনারই অবতারণা করা হয়েছে। সেখানে একটি পথের কুকুরকে লেখক অতিথির মর্যাদায় বরণ করে নেন।

উদ্দীপকের আজিজ বারান্দায় কুড়িয়ে পাওয়া একটি চড়ুই ছানাকে সেবায়ত্ত করে বড় করে তোলে। সে ছানাটিকে সময়মতো খাবার দিত, তার সাথে খেলত, সবসময় ছানাটির খোঁজ খবর নিত। অন্যদিকে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে বেড়াতে গেলে সেখানকার একটি পথের কুকুরের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে ওঠে। কুকুরটির প্রতি অনুরাগবশত দেওঘরে থাকাকালে নিয়মিত তিনি তার খোঁজখবর রাখতেন। মানবের এক প্রাণীর প্রতি তাঁর এই মমত্ববোধ মূলত উদ্দীপকের আজিজের মানসিকতার অনুরূপ। সেখানে একটি চড়ুই পাখির সঙ্গে আজিজের সখ্য গড়ে ওঠে। পাখিটির প্রতি তার মমত্ববোধ তাকে লেখকের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ করে তোলে।

ঘ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে হঠাৎ আগত একটি কুকুরের সাথে তাঁর সখ্য এবং বিদায়কালে ব্যথিত হৃদয়ে সেই অতিথির খণ্ডস্মৃতি বয়ে নিয়ে যাওয়ায় গল্পটির নাম 'অতিথির স্মৃতি' রাখা সার্থক হয়েছে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি পথের একটি কুকুরের প্রতি লেখকের মমত্ববোধকে ঘিরে রচিত হয়েছে। এ গল্পে দেখা যায়, ক'দিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে পথের একটি কুকুরের সঙ্গে লেখকের স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই মমত্ববোধ থেকে কুকুরটিকে তিনি অতিথির মর্যাদায় বরণ করে নেন।

উদ্দীপকের আজিজ পশুপাখির প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই আহত একটি চড়ুই ছানাকে সে সেবায়ত্ত করে বড় করে তোলে। ছানাটি উড়ে চলে গেলে আজিজ ব্যথিত হয়। অন্যদিকে মানবের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল লেখক রাস্তার একটি কুকুরকে অতিথির মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। অতিথি কুকুরটির সঙ্গে অসুস্থ লেখকের কয়েকদিনের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠে মমত্বের সম্পর্ক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, গল্পটির নাম 'অতিথির স্মৃতি' রাখা সার্থক হয়েছে। কেননা, গল্পে লেখক দেওঘরে এসে পথে দেখা হওয়া একটি কুকুরকে অতিথির মর্যাদায় বরণ করে নেন। ধীরে ধীরে কুকুরটির সাথে তার হৃদয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেমনটি অতিথির ক্ষেত্রে ঘটেছে। আর তাই কুকুরটিকে ছেড়ে আসার সময় লেখক বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হন, ঠিক যেমন উদ্দীপকের আজিজ ব্যথিত হয় চড়ুই পাখির বাচ্চাটির জন্য। দু'দিনের পরিচিত অতিথির প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা, গভীর সহানুভূতি আর বিদায় বেলায় লেখকের মনে যে স্মৃতিকাতরতা সৃষ্টি হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটির নাম 'অতিথির স্মৃতি' হওয়া যথার্থ।

প্রশ্ন ১৮. জারিফ ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত। ডাক্তার তাকে নিয়মিতভাবে সকাল অথবা সন্ধ্যায় হাঁটতে বলেছেন। কিন্তু জারিফ শারীরিক দুর্বলতার কারণে নিয়মিত হাঁটতে পারে না। তবে সে যখন হাঁটতে বের হয় তখন দেখে সে একা নয় এমন আরও অনেক লোক আছে যারা অসুস্থতার জন্য হাঁটতে বের হয়।

[[সিনেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়]]

- ক. লেখক কাকে সবচেয়ে ভোরে উঠতে দেখতেন? ১
খ. লেখকের অতিথি কীভাবে তাকে বিদায় জানিয়েছিল? ২
গ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের সাথে উদ্দীপকটির সাদৃশ্য নিরূপণ
করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকটি 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের খণ্ডিত অংশ মাত্র"—
বিশ্লেষণ করো। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. লেখক দোয়েল পাখিকে সবচেয়ে ভোরে উঠতে দেখতেন।

খ. ট্রেন চলে যাওয়ার পথে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে অতিথি লেখককে বিদায় জানিয়েছিল।

দেওঘর থেকে বিদায় নেওয়ার দিন অতিথি মহা ব্যস্ততার সাথে কুলিদের সঙ্গে ছুটোছুটি করল। যেন সে তাদের খবরদারি করছে। স্টেশন অর্ধ অতিথি অন্যদের সাথে গেল। ট্রেন ছাড়া হলে স্টেশনের ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। এভাবেই সে লেখককে বিদায় দিলো।

গ. 'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখকের অসুস্থতা ও বায়ু পরিবর্তনের যে দিকটি তুলে ধরা হয়েছে সে বিষয়টির সাথে উদ্দীপকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে লেখক চিকিৎসকের আদেশে দেওঘরে যান বায়ু পরিবর্তনের জন্য। সেখানে তিনি বিকেলে পথের ধারে বসে নানারকম মানুষ দেখেন। তার মধ্যে ছিল বেরিবেরির রোগী ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ।

উদ্দীপকে জারিফ সাহেব ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত। তিনি হাঁটতে বের হলে তার মতো আরও অনেককে দেখতে পান। যার সাথে 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের মিল পাওয়া যায়। গল্পে লেখকসহ বেরিবেরির রোগী ও বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাথে অসুস্থতা ও হাঁটার দিক দিয়ে জারিফ সাহেবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

খ অসুস্থতার দিকটির সাথে লেখক ও জারিফ সাহেবের মিল থাকলেও অন্যান্য দিকগুলোর অনুপস্থিতির কারণে বলা যায়, উদ্দীপকটি উক্ত গল্পের খণ্ডিত অংশ মাত্র।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে যান। সেখানে তিনি আরও নানা রকম রোগী দেখেন। তাতে অসুস্থতাকে ছাপিয়ে সেখানে যে বিষয়টি মূর্ত হয়ে ওঠে তা হলো একটি কুকুর। মূলত তাকে নিয়েই এগিয়ে যায় গল্পের কাহিনি।

উদ্দীপকে জারিফ সাহেবের কথা বলা হয়েছে। যিনি ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত। তিনি প্রতিদিন হাঁটতে বের হন। বাইরে গিয়ে তিনি তার মতো আরও অনেক রোগীকে হাঁটতে দেখেন।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে লেখক তাঁর অতিথিকে নিয়ে লিখেছেন। অতিথির সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল তার বর্ণনা পাওয়া যায় এখানে। অবলা প্রাণীর প্রতি গভীর ভালোবাসাই মূলত এই গল্পের উপজীব্য। কিন্তু উদ্দীপকে এমন কোনো কিছুই উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাই বলা যায়, উদ্দীপকটি ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের খণ্ডিত অংশ মাত্র।

প্রশ্ন ১৯ রামিমের একটি পোষা বিড়াল ছিল। বিড়ালটি ছিল রামিমের একান্ত ভক্ত। বাড়ির লোকেরা এ নিয়ে কিছুই ভাবত না। কিন্তু রামিম বিড়ালটিকে খুব যত্ন করত। রামিম খেতে বসলে বিড়ালটি দৌড়ে এসে মিউ মিউ করত। সে তার প্রিয় বিড়ালটিকে নিজের হাতে খাওয়াত। একদিন বিড়ালটি অসুস্থ হয়ে পড়লে রামিম তার খুব সেবা শুরু করে। কিন্তু দুদিন পর বিড়ালটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে রামিম খুবই আঘাত পায় এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।

[হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. ‘ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও।’ লেখক কাকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলেছিলেন? ১
- খ. মালি-বউ কুকুরটিকে বাগানের মধ্যে ঢুকতে দিত না কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের রামিম চরিত্রে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতার পরিচয় কতটুকু ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সাথে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘ও আমার অতিথি, ওকে পেট ভরে খেতে দিও’— লেখক বামুনঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছিলেন।

খ মালি-বৌ কুকুরটিকে পছন্দ করত না বলেই তাকে বাগানে ঢুকতে দিত না।

লেখকের বাড়িতে প্রতিদিন বেশ কিছু খাবার বেঁচে যেত। মালি-বৌ সেসব একাই নিয়ে যেত। কিন্তু অতিথি কুকুরটি সেই বেঁচে যাওয়া খাবারে ভাগ বসাতে শুরু করে। এ কারণে মালি-বৌ কুকুরটিকে সহ্য করতে না পেরে তাকে বাগানে ঢুকতে দিত না।

গ উদ্দীপকের রামিম চরিত্রে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতার অনেকটাই ফুটে উঠেছে।

অবলা প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা একটি প্রশংসনীয় বিষয়। ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে আমরা অবলা ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। সেখানে একটি পথের কুকুরের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের রামিমের একটি পোষা বিড়াল ছিল। সে বিড়ালটির খুব যত্ন নিত। বিড়ালটিও তার ভক্ত হয়ে যায়। রামিম তার প্রিয় বিড়ালটিকে যত্ন করে নিজের হাতে খাওয়াত। অবলা প্রাণীর প্রতি মানুষের এমন মমত্ববোধ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিড়ালটি মারা যায়। প্রিয় বিড়ালটির বিয়োগ ব্যাখ্যায় রামিম তাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। অন্যদিকে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে দেওঘরে বেড়াতে আসা লেখকের সাথে পথের একটি কুকুরের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটিকে বাড়িতে নিয়ে পরম যত্নে খেতে দেন। নিয়মিত কুকুরটির খোঁজ খবর রাখেন। এভাবে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে লেখকের সাথে কুকুরটির সদ্ভাব গড়ে ওঠে। তাই বিদায়ের দিন লেখক প্রিয় কুকুরটির বিচ্ছেদব্যথা কাতর হয়ে পড়েন। অর্থাৎ লেখক ও উদ্দীপকের রামিম উভয়েই প্রাণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রদর্শন করেছে। উভয়েই প্রিয় প্রাণীটির বিচ্ছেদে কাতর হয়েছেন। তাই আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকের রামিম ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতার সবটুকু ধারণ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের সাথে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের সাদৃশ্য থাকলেও মালি-বৌয়ের আচরণের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

মানুষে মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, অন্য প্রাণীর সাথেও মানুষের তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। সংবেদনশীল মানুষেরা অবলা প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও নিষ্ঠুর মানুষেরা তাদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে।

উদ্দীপকে রামিম একটি বিড়াল পোষে। বিড়ালটির সাথে তার স্নেহ-মমত্বের বন্ধন সৃষ্টি হয়। আর তাই হঠাৎ করে বিড়ালটি মারা গেলে রামিম মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পেও অনুরূপ ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। এ গল্পে অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কুকুরের সাথে লেখকের সদ্ভাব গড়ে ওঠে। লেখক কুকুরটির প্রতি এতোটাই সংবেদনশীল হয়ে ওঠেন যে দেওঘর থেকে বিদায়ের দিনে প্রিয় কুকুরটির বিচ্ছেদ-বেদনায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। আলোচ্য গল্পের মালি-বৌয়ের চরিত্রে এর বিপরীত মানসিকতা ফুটে উঠেছে।

‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে পথের একটি কুকুরের সাথে লেখকের অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। একইভাবে উদ্দীপকের রামিমও তার পোষা প্রাণী বিড়ালের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কিন্তু আমরা আলোচ্য গল্পের মালি-বৌয়ের চরিত্রে এর

বিপরীত আচরণ দেখতে পাই। সে কুকুরটির প্রতি নির্দয় আচরণ করেছে। নিজের স্বার্থের হানি ঘটবে বলে কুকুরটিকে খেতে না দিয়ে বারবার তাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে বাগানে ঢুকতে দিত না মালি-বৌ। অবলা প্রাণীর প্রতি তার এ নিষ্ঠুরতা নিতান্তই নিন্দনীয় কাজ। এ বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে গল্পটির বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

প্রশ্ন ২০ পাঁচ বছরের মেয়ে মিনা। সে কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, মুরগির ছানা যা-ই পায় কোলে নিয়ে আদর করে। একদিন কোথা থেকে একটি বিড়াল ছানা আসে। মিনা তো ভারি খুশি। সে ওটাকে বিভিন্ন ধরনের খাবার দেয়, কোলে নিয়ে আদর করে, এমনকি ঘুমানোর সময় নিজের বিছানায় নিয়ে ঘুমায়। মিনার মা এ সকল কাজে ভীষণ বিরক্ত হয়ে একদিন রাতে বিড়াল ছানাটিকে ঘর থেকে বাইরে বের করে দেয়। বিড়াল ছানাটি না পেয়ে মিনা অনেক কান্না করে এমনকি সে ওদিন খাওয়া-দাওয়াও করেনি।

/মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল/

- ক. লেখক কীভাবে বুঝতেন এরা বেরিবেরির আসামি? ১
খ. 'দিন-দুই দেরি করলাম নানা ছলে।'— লেখক কেন দেরি করলেন বুঝিয়ে লেখো। ২
গ. উদ্দীপকের মিনার মা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের যে চরিত্রের প্রতিনিধি তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মিনা ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখকের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে"— বিশ্লেষণ করো। ৪

২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক অল্পবয়সি মেয়েদের পা-ফুলো অবস্থা দেখেই লেখক বুঝতেন এরা বেরিবেরির আসামি।

খ অতিথির প্রতি মমতার টান কাটাতে না পেরে লেখক দেওঘর থেকে বিদায় নিতে দিন-দুই দেরি করেন।

চিকিৎসকের পরামর্শ বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরে গিয়ে লেখক একটি কুকুরকে সঙ্গী হিসেবে পান। কুকুরটিকে তিনি অতিথি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কুকুরটির সঙ্গে তাঁর স্নেহ-মমত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়। ফলে চলে আসার সময় হলেও লেখক প্রাণীটিকে ছেড়ে আসতে কষ্ট অনুভব করছিলেন। এজন্যই দেওঘর থেকে বিদায় নিতে নানা ছলে লেখক দিন-দুই দেরি করেন।

গ উদ্দীপকের মিনার মা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালি-বৌ চরিত্রের প্রতিনিধি।

মানুষে মানুষে যেমন স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে তেমনি অন্যান্য প্রাণীর সাথেও মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। সাধারণত সংবেদনশীল মানুষেরা পশু-পাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষ আছেন যারা মানবের প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও আমরা এ ধরনের আচরণের পরিচয় পাই।

উদ্দীপকে মানবের প্রাণীর প্রতি ভালোবাসার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি নির্দয় আচরণের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সেখানে পাঁচ

বছরের মেয়ে মিনা অবলা প্রাণীদের প্রতি মমত্বশীল। সে কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, মুরগির ছানা যা পায় তা কোলে নিয়ে আদর করে। একদিন একটি বিড়াল ছানা আসে তাদের বাড়িতে। বিড়াল ছানাটিকে দেখে মিনা খুব খুশি হয়। সে বিড়াল ছানাটিকে খাবার দেয়, কোলে নিয়ে আদর করে, এমনকি ঘুমানোর সময় নিজের বিছানায় নিয়ে ঘুমায়। কিন্তু মিনার মা এতে খুব বিরক্ত হয়। বিড়ালটির প্রতি মিনার ভালোবাসা তিনি মানতে পারেননি। তাই এক রাতে তিনি বিড়াল ছানাটিকে বাইরে বের করে দেন। অবলা প্রাণীর প্রতি এমন রূঢ় আচরণের নমুনা আমরা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালি-বৌয়ের মাঝেও লক্ষ্য করি। লেখক অতিথি কুকুরটিকে খেতে দিতে বললেও নিজের স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে বলে মালি-বৌ কুকুরটিকে খেতে না দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের মিনার মা 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের মালি-বৌ চরিত্রের যথার্থ প্রতিনিধি।

ঘ 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও উদ্দীপকের মিনা ও 'অতিথির স্মৃতি' গল্পের লেখক উভয়েই অবলা প্রাণীর প্রতি মমত্বশীল, যা তাদের মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করেছে।

অবলা প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা মানুষের একটি প্রশংসনীয় গুণ। 'অতিথির স্মৃতি' গল্পেও অবলা প্রাণীর প্রতি মানুষের ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে লেখক পথের একটি কুকুরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন আর উদ্দীপকের মিনা একটি বিড়াল ছানাকে ভালোবেসেছে।

উদ্দীপকের মিনা বয়সে ছোটো হলেও সে অবলা প্রাণীর প্রতি মমত্বশীল। সে কুকুর ছানা, বিড়াল ছানা, মুরগির ছানাকে আদর করে। এসব প্রাণী দেখলে তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাদের প্রতি স্নেহ জেগে ওঠে। একবার একটি বিড়ালছানা তাদের বাড়িতে এলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। পরম মমতায় সে বিড়ালছানাটিকে আপন করে নেয়। সে বিড়াল ছানাটিকে বিভিন্ন ধরনের খাবার দেয়, কোলে নিয়ে আদর করে, এমনকি ঘুমানোর সময় নিজের বিছানায় নিয়ে ঘুমায়। মানবের একটি প্রাণীর প্রতি এমন ভালোবাসা সত্যিই প্রশংসনীয়।

'অতিথির স্মৃতি' গল্পে একটি মানবের প্রাণীর সাথে মানুষের সৌহৃদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে দেওঘরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসা অসুস্থ লেখকের সাথে একটি কুকুরের স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। লেখক পরম যত্নে কুকুরটিকে বাড়িতে ডেকে এনে অতিথির ন্যায় আপ্যায়ন করেন। তিনি চাকরদেরকে বলে দেন কুকুরটিকে নিয়মিত খাবার দিতে, খোঁজ-খবর নিতে। অল্প কয়েকদিনের পরিচয়ে লেখক অতিথি কুকুরটির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাই দেওঘর থেকে বাড়িতে ফেরার দিন লেখক প্রিয় কুকুরটির বিচ্ছেদ ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন। একইভাবে উদ্দীপকের মিনাও তার পোষা বিড়ালটি হারিয়ে গেলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। মানবের প্রাণীর প্রতি এমন অকৃত্রিম ভালোবাসার দৃষ্টান্ত সত্যিই বিরল। তাই সার্বিক বিবেচনায় আমরা বলতে পারি, প্রমোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।